মেহেরপুরের ফররুখ আহমেদের ‘লং সার্ভিস ডেকোরেশন’ অর্জন

মেহেরপুর জেলা রোভার স্কাউটের ডিস্ট্রিক্ট রোভার স্কাউট লিডার (ডিআরএসএল) ও মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ফররুখ আহমেদ (উডব্যাজার) বাংলাদেশ স্কাউট কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে সম্মানসূচক ‘লং সার্ভিস ডেকোরেশন’ অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন।

দীর্ঘদিন স্কাউট আন্দোলনে নিষ্ঠা, ত্যাগ ও অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এর আগেও ফররুখ আহমেদ বাংলাদেশ স্কাউট কর্তৃক সম্মানসূচক ‘মেডেল অব মেরিট’ লাভ করেন। পাশাপাশি তিনি খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ঠ রোভার সম্পাদক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন।

ফররুখ আহমেদ একজন অ্যাডাল্ট লিডার হিসেবে প্রায় ২৩ বছর ধরে স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছেন। তিনি জেলা রোভার স্কাউটের সম্পাদকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও তিনি রোভার স্কাউটের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

তার এই সম্মাননা অর্জনে স্কাউট মেহেরপুর প্রতিদিন তাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গায় শৈত্যপ্রবাহ অব্যাহত, তাপমাত্রা নেমেছে ৬.৯ ডিগ্রিতে

পৌষের শেষভাগে কনকনে শীতে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছে চুয়াডাঙ্গার জনজীবন। জেলার ওপর দিয়ে মাঝারি মাত্রার শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাওয়ার পাশাপাশি ঘন কুয়াশা পরিস্থিতিকে আরো ভয়াবহ করে তুলেছে। কুয়াশার

ফোঁটা বৃষ্টির মতো ঝরছে, ফলে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রায় স্থবির হয়ে পড়েছে।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা যায়, বুধবার (৭ জানুয়ারি) জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৬ দশমিক ৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এসময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৯৫ শতাংশ। এর আগের দিন মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

টানা তিন দিন সূর্যের দেখা না মিললেও বুধবার কিছুটা রোদের দেখা মিলেছে। তবে উত্তর দিক থেকে বয়ে আসা হিম বাতাস ও ঘন কুয়াশার কারণে শীতের তীব্রতা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে।

খুব প্রয়োজন ছাড়া মানুষ ঘর থেকে বের হচ্ছেন না। সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়েছেন খেটে খাওয়া ও ছিন্নমূল মানুষজন।

চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জামিনুর রহমান জানান, দিনে ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য কম থাকায় শীত বেশি অনুভূত হচ্ছে। তিনি আরো জানান, আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা আরো কমতে পারে।

এদিকে জেলার চারটি উপজেলায় শীতার্ত মানুষের মধ্যে প্রায় ১৮ হাজার কম্বল বিতরণ করা হচ্ছে। পাশাপাশি নগদ অর্থের বরাদ্দও পাওয়া গেছে। তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রয়োজনের তুলনায় এই সহায়তা খুবই অপ্রতুল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অতিরিক্ত শীতবস্ত্র চেয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে ইতিমধ্যে পত্র পাঠানো হয়েছে।

সূত্র: কালের কন্ঠ ।

মুজিবনগরে অপহরণের ৮ ঘণ্টা পর

কলেজছাত্র উদ্ধার, পুলিশকে লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর এলাকা থেকে অপহরণের ৮ ঘণ্টা পর মাহিদ হোসেন নামের এক কলেজ ছাত্রকে উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এ সময় অভিযানে বাধা দিতে পুলিশকে লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ করে অপহরণকারীরা। তবে তারা পালিয়ে যায়।

অপহৃত মাহিদ হোসেন মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের বাবুপুর গ্রামের চাকরিজীবী আমির উদ্দিনের ছেলে।

পুলিশ জানায়, অপহরণের পর মাহিদের পরিবারের কাছে ৩০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিনুর রহমান খানের নেতৃত্বে মুজিবনগর থানা ও জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)সহ পুলিশের একাধিক দল তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অভিযান চালায়। রাত ২টার দিকে টেংরামারী গ্রামের একটি মাঠ থেকে চোখ ও হাত বাঁধা অবস্থায় মাহিদকে উদ্ধার করা হয়।

এ সময় অপহরণকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে দুটি শক্তিশালী ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। পুলিশকে দেখে তারা মাহিদকে ফেলে পালিয়ে যায়।

পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় বলেন, অপহরণের খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশের একাধিক টিম মাঠে নামে। অপহৃতের মামার মুঠোফোনে মুক্তিপণ নিয়ে কথোপকথনের সূত্র ধরে অপহরণকারীদের অবস্থান শনাক্ত করা হয়। অপহৃতকে উদ্ধারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে অভিযান চালানো হয়েছে। অপহরণকারীদের শনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রাতে মাহিদ হোসেন তার দুই বন্ধু রিয়াদ ও জুনায়েদকে নিয়ে মুজিবনগর বাজার থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে কোমরপুর এলাকার একটি ইটভাটার কাছে পৌঁছালে অজ্ঞাত কয়েকজন তাদের তিনজনকেই অপহরণ করে। পরে রিয়াদ ও জুনায়েদকে ছেড়ে দেওয়া হলেও মাহিদকে আটকে রেখে তার পরিবারের কাছে ৩০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয়।

মুজিবনগরে কিটনাশক ব্যবসায়ীর ছেলে অপহরণ, ৩০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় কীটনাশক ব্যবসায়ীর ছেলেকে অপহরণের ঘটনা ঘটেছে। অপহরণকারীরা ভুক্তভোগীর পরিবারের কাছে ৩০ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করেছে বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

অপহৃত যুবকের নাম মাহিদ হোসেন। তিনি মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের বাবুপুর গ্রামের বাসিন্দা আমির উদ্দিন ও রেশমা দম্পতির ছেলে।

ঘটনাটি ঘটে শনিবার (০৬/০১)২৬) রাত আনুমানিক ৯টার দিকে। মাহিদ তার নিজ গ্রাম বাবুপুরে ফেরার উদ্দেশ্যে কোমরপুর বাজার থেকে রওনা দেন। পথিমধ্যে কোমরপুরের মশিউর রহমানের ইটভাটার নিকট অজ্ঞাত দুষ্কৃতিকারীরা তাকে অপহরণ করে।

এ সময় মাহিদের সঙ্গে একই গ্রামের আজিজুলের ছেলে রিয়াদ এবং ইলিয়াসের ছেলে জুনায়েদ উপস্থিত ছিলেন। অপহরণকারীরা তাদের তিনজনকে জোরপূর্বক মাঠের ভেতরে নিয়ে যায় বলে জানা গেছে। পরে মাহিদকে আলাদা করে নিয়ে যাওয়া হয়।

অপহৃত মাহিদের বাবা হেকেম পেস্টিসাইড কোম্পানিতে চাকরি করেন। অপহরণের পর থেকেই পরিবার চরম উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে।

এ ঘটনায় মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং দ্রুত তাকে উদ্ধার করার সব ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

তীব্র শীতেও খোলা স্কুল, শিশুদের নিয়ে বিপাকে অভিভাবকরা

মেহেরপুরে তীব্র শীতের মধ্যে কঠোর নিয়ম-কানুনের মধ্যেই চলছে স্কুল কার্যক্রম এমন মন্তব্য করেছেন কয়েকজন অভিভাবক। দিনের পর দিন তীব্র শীত ও ঘন কুয়াশা থাকলেও এখনো পর্যন্ত স্কুল ছুটি ঘোষণা সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা না থাকায় বিপাকে পড়েছেন ছোট শিশুদের অভিভাবকরা।

সকালের কনকনে ঠান্ডা ও কুয়াশার কারণে শিশুদের স্কুলে পাঠাতে গিয়ে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন তারা। অনেক অভিভাবক জানান, ছোট বাচ্চাদের শরীর ঠান্ডা সহ্য করতে না পারায় জ্বর, সর্দি ও শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যাও দেখা দিচ্ছে। তবুও নিয়মের বাধ্যবাধকতায় সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে হচ্ছে।

এক অভিভাবক বলেন, “চরম নিয়মের মধ্যে চলছে সবকিছু। শীতের তীব্রতা বাড়লেও স্কুল ছুটির কোনো নির্দেশনা নেই। ছোট বাচ্চাদের নিয়ে আমরা খুব দুশ্চিন্তায় আছি।” আরেক অভিভাবকের অভিযোগ, শীতের কারণে শিশুদের উপস্থিতি কমে গেলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ উপস্থিতি নিয়ে চাপ সৃষ্টি করছে।

আজ মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারী) মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলে সর্বনিম্ন ৭.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। শীতের তীব্রতা আরও কিছুদিন অব্যাহত থাকতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে অভিভাবকরা শিশুদের স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে প্রাথমিক ও কিন্ডারগার্টেন পর্যায়ে সাময়িক ছুটি বা ক্লাসের সময়সূচিতে পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন।

শিক্ষা সংশ্লিষ্টদের মতে, শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় পরিস্থিতি বিবেচনা করে দ্রুত নির্দেশনা দেওয়া জরুরি। অন্যথায় শীতজনিত অসুস্থতা বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এদিকে মেহেরপুর জেলা শিক্ষা অফিসার মো: আবদুর রাহীম বলেন, কেন্দ্র থেকে এখনো স্কুল বন্ধ সংক্রান্ত কোনো নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। কেন্দ্রের নির্দেশনা ছাড়া জেলা পর্যায়ে বিদ্যালয় বন্ধ করার সুযোগ নেই।

এদিকে চিকিৎসকরা বলেন শীতের কারণে আবহাওয়া জনিত যে সমস্ত রোগ বিশেষ করে নিউমোনিয়া, ঠান্ডা কাশি ও জ্বরের হাত থেকে রক্ষা পেতে পরিবারের শিশু ও বয়োজ্যিষ্ঠদের সাবধানে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন প্রচন্ড শীতের কারনে শিক্ষার্থীদের স্কুলে যেতে প্রচন্ড কষ্ট হচ্ছে, বিশেষ করে যারা সকালের শিফটে পড়াশোনা করে তাদের জন্য হয়ে উঠেছে অত্যান্ত কষ্টকর।

মুজিবনগরে ভোটের গাড়ি

“ভোটের চাবি আপনার হাতে”—এই স্লোগানে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই সনদের গণভোটকে সামনে রেখে মুজিবনগরে শুরু হয়েছে ভ্রাম্যমাণ ‘ভোটের গাড়ি’ বা সুপার ক্যারাভানের কার্যক্রম। উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সংসদ নির্বাচন ও জুলাই সনদের গণভোট প্রদানে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩ টার সময় মুজিবনগরের কেদারগন্জ বাজারে সুপার ক্যারাভানের উদ্বোধন করা হয়।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা সুপার ক্যারাভানের প্রদর্শনীর উদ্বোধনের মধ্যদিয়ে জেলা তথ্য অফিসের তত্ত্বাবধানে ভোটের গাড়িতে স্থাপিত এলইডি পর্দায় প্রদর্শিত নির্বাচনী ভিডিও এবং দেশাত্মবোধক গান—‘আমারই দেশ সব মানুষের’, ‘তীর হারিয়ে ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে’, ‘রেললাইনের ঐ বস্তিতে জন্মেছিল একটি ছেলে’ ও ‘সব ক’টা জানালা খুলে দাও না’—দর্শকদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করে। প্রধান উপদেষ্টার নির্বাচনী বার্তা দিয়ে শুরু হওয়া পরিবেশনা দর্শকদের মাঝে ভোটের গুরুত্ব তুলে ধরে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্য (ওসি) জাহিদুল ইসলাম, আয়োজকরা জানান, সুপার ক্যারাভানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোটাধিকার ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এ কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

মেহেরপুর সদরের মোমিনপুর গ্রামে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার সিংহাটি গ্রামের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবক হাসিবুল হাসান বাবু খান এর পক্ষ থেকে অসহায় দুস্থ শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে মোমিনপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বারাদী ইউনিয়নের মোমিনপুর গ্রামের দুস্থদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। হাসিবুল হাসান বাবু খান ব্যক্তিগত উদ্যোগে দীর্ঘদিন যাবত বারাদী ইউনিয়নসহ বিভিন্ন গ্রামের মানুষের কল্যানে সমাজসেবা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন।

তিনি মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ, টিউবওয়েল স্হাপন, ঈদ মৌসুমে শাড়ী, লুঙ্গি, থ্রি পিচ বিতরণ সহ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম করে বেশ সুনাম কুড়িয়েছেন।

এই শীতে তিনি বারাদী ইউনিয়নের ষোলটি গ্রামের অসহায় দুস্থ ও হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে তিন হাজার পাঁচশতটি কম্বল বিতরণ করবেন বলে জানা যায়। এসময় তার প্রতিনিধি মন্টু মিয়া, সাইদ হাসান লিমন ও আনন্দ কুমার উপস্থিত ছিলেন।

নাজমুল হুদার বার্ষিক আয় ৪ লাখ ৭৩ হাজার টাকা

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জামায়াতের প্রার্থী মোঃ নাজমুল হুদা। তিনি জেলা জামায়াতের সূরা সদস্য এবং উপজেলা সমাজকল্যাণ বিভাগের

দায়িত্ব পালন করছেন।

তাঁর বাৎসরিক আয় ৪ লাখ ৭৩ হাজার ৫শ টাকা, যা তিনি ব্যবসা থেকে আয় করেন। তাঁর কৃষি ও অকৃষি জমি, পুকুর, বসতবাড়ি ও ব্যবসা মিলিয়ে মোট সম্পদের পরিমাণ ১ কোটি টাকা। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জমা দেওয়া হলফনামার আয়কর বিবরণীতে তিনি এ তথ্য উল্লেখ করেছেন।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে জমা দেওয়া নাজমুল হুদার হলফনামা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, তাঁর পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ও অর্জিত ৩৩ শতাংশ জমি, ৫ শতাংশ পুকুর, দ্বিতল বাড়ি, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী ও অন্যান্য আসবাবপত্র রয়েছে। তাঁর হাতে নগদ অর্থ রয়েছে ২৬ লাখ ৪ হাজার ৩১০ টাকা, যা তিনি ব্যবসা ও নিজস্ব সম্পদ থেকে আয় করেছেন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তিনি আয়কর দিয়েছেন ৩ হাজার টাকা।

তাঁর স্ত্রী মোছাঃ হাফিজা খাতুন একজন গৃহিণী। স্ত্রীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ১০ তোলা স্বর্ণ ও নগদ ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা রয়েছে।
নাজমুল হুদার বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে ৭টি মামলা হয়েছে। এর মধ্যে ৫টি মামলায় খালাস, একটি অব্যাহতি এবং একটি প্রত্যাহার হয়েছে।

গাংনীতে এনসিপি ও জামায়াতে ইসলামীর মতবিনিময় সভা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) ও বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, গাংনী উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মোঃ রবিউল ইসলাম।

সভায় উপস্থি ছিলেন, জামায়াতে ইসলামীর মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মোঃ নাজমুল হুদা, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌর জামায়াতের আমীর মোঃ আহসানুল হক এবং সাবেক পৌর কমিশনার আলমগীর হোসেন।

অন্যদিকে জাতীয় নাগরিক পার্টি-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন, যুব শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোঃ মোজাহিদুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা প্রধান সমন্বয়ক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, উপজেলা যুগ্ম সমন্বয়ক সবুজ রানা, জেলা সদস্য আমীর হামজাসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভায় দেশের চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, জনগণের প্রত্যাশা ও ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মপন্থা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। নেতৃবৃন্দ পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে জনগণের স্বার্থে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সভা শেষে উভয় পক্ষই গণতন্ত্র, সুশাসন ও জনকল্যাণমূলক রাজনীতির জন্য পারস্পরিক যোগাযোগ ও মতবিনিময় অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।